ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

61

তারিখ 02 JUN 1988
পৃষ্ঠা 1 2

সরকারী চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩২ বছর করার প্রস্তাব নাকচ

।।সংসদ রিপোর্টার।।

সরকারী চাকরিতে প্রথম প্রবেশের বয়সসীমা ২৭ বছরের পরিবর্তে ৩২ বছর করা সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গতকাল জাতীয় সংসদে কণ্ঠভোটে নাকচ হয়েগেছে।

জাতীয় সংসেদের বর্তমান চতুর্থ অধিবেশনের দ্বিতীয় বেসরকারী দিবসে এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি আনেন সতন্ত্র সদস্য নূরুল ইসলাম মনি। প্রস্তাবটি উথাপন করে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সেশনজটসহ অন্যান্য সমস্যার কারণে

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারী চাকরিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোন ছাত্র যখন শিক্ষা জীবন শেষ করে তখন আর সরকারী চাকরির বয়স থাকে না। তাই বয়সসীমা বৃদ্ধি করা উচিৎ। জবাবে সংসদ কার্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, সমস্যার সমাধান না করে চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধিতে কোন লাভ হবে না। তাই এই সমস্যা সমাধানে যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুরোধ জানালে নূরুল ইসলাম মনি এতে অস্বীকৃতি জানান। এই অবস্থায় অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার প্রস্তাবটি ভোটে দিলে নাকচ হয়ে যায়।

স্বতন্ত্র সদস্য নূরুল ইসলাম মনি তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে প্রায় ৩৫ মিনিটের বক্তৃতায় বলেন, শিক্ষা জীবনে চাকরি না পেয়ে তরুণরা আজ হতাশায় ভুগছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট সম্পর্কে বলেন, গত ৭ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে ৩ বছর কোন না কোন ভাবে বন্ধ থাকে। তিনি দেশের তরুণ সমাজের বর্তমান চিত্র এবং পূর্বের সাহসী ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, প্রতিবাদী তরুণ সমাজের আজ সুকৌশলে ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে। তাদেরকে দালালী ও আপোষকামিতার দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, যে তরুণ ছাত্র '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা পালন করে তাদের আজ দালালী ও আপোষকামীতার দিক নিদেশনা দেয়া হচ্ছে। '৭১-এ যে তরুণরা যুদ্ধ করেছে তারা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। আর দালালরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দালালদের কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই সংসদেও আছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে তরুণদের কোন দিক নির্দেশনা না দেয়ায়ই আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে শুধু মাত্র আত্মসমর্পণের। তরুণদের মাঝে এই আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া জায়রূক করেছেন তারাই যারা এক সময় তরুণদের নেতৃত্বে ছিলেন।

তিনি অভিযোগ করেন যে, তরুণরা চাকরি পাচ্ছে না-- নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করা হচ্ছে না। অথচ যারা চাকরিতে রয়েছেন তাদের বয়সসীমা পার হওয়ার পরও চাকরিতে পুনঃনিয়োগ করা হচ্ছে। তিনি শিক্ষাখাতে দিন দিন বাজেট বরাদ্দ কমছে উল্লেখ করে বলেন, ১৯৭২ সালে বাজেট ছিল শতকরা ২৪ ভাগ। আর ১৯৮৯ সালের জন্য শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি হচ্ছে না এই অভিযোগ করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার আগে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৬টি। এখনও ৬টিই আছে। আর সেসময় ক্যান্টনমেন্ট ছিল ৪টি। এখন হয়েছে ২০টি।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সমর্থন করে বিরোধী দলীয় নেতা আ স ম আবদুর রব বলেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে বেকার সৃষ্টির কারখানা। আমাদের দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন বই পড়ানো হয় যাতে লিখা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। তিনি দিন দিন বেকারত্ব বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, চাকরি দিতে না পারলে বেকার ভাতা দিতে হবে। তিনি প্রশ্ন করেন যে, চাকরি না পাওয়া কি শিক্ষিত তরুণের অপরাধ না ব্যর্থতা? তিনি জানতে চান যে, দেশে অসংখ্য পদ শূণ্য থাকা সত্ত্বেও কেন পদ পূরণ করা হচ্ছেনা।

শাজাহান সিরাজ বলেন, দেশের লাখ লাখ লোককে সরকারীভাবে চাকরি দেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই জন্য বাস্তবমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার দরকার। তত্ত্বগত শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি ও বাস্তবমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তিনি বলেন, মামা ও টাকা ছাড়া দেশের শতকরা ৪ জনেরও চাকরি হয় না।

জবাবে মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বিরোধী দলীয় সদস্যদের উথাপিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে একমত পোষণ করে বলেন, এসব সমস্যা আমাদের সামাজিক চিত্র। এখন এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি সরাসরি বলেন যে, চাকরির বয়সসীমা বাড়িয়ে সমাধান সম্ভব নয়। কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বহীনভাবে ধর্মঘট বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের কিছু কিছু ব্যাপারে জরুরী ঐক্যমতে পৌছুতে হবে। এর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছানো অন্যতম লক্ষ্য থাকতেহবে।

মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, স্বাধীনতার পূর্বে সরকারী চাকরির বয়সসীমা ছিল ২৫। পরে সাময়িকভাবে ২৭ বছর করা হয়। ১৯৮৫ সালে আবার সরকারী চাকরীতে প্রবেশের বয়সসীমা সংশোধন করা হয়। এতে বিসিএস ক্যাডার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি, পরিবার পরিকল্পনা ও বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩০ বছর করা হয়। আর ক্যাডারভুক্ত নয় এমন পদের জন্য বয়সসীমা ২৭ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া মহিলা ও উপজাতীয়দের জন্য ৩০ বছর করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য করা হয় ৩২ বছর। বস্তুতঃ যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রেই সরকার বয়সসীমা শিথিল করেছে। বয়সের সীমা আরো শিথিল করলে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সময় ব্যয় হবে এতে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে কম সময় পাবেন। তিনি চাকরির বয়সসীমা ৩২ বছর করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকৃতি জানান।

এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কপ সদস্য দবির উদ্দিন জোয়ারদার, কাজী রাবিউল হাসান, এম এ গোফরান ও আবদুল হাই।